কোটচাঁদপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

“বয়স যদি আঠারো হয়-ভোটার হতে দেরি নয়” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পালিত হয়েছে জাতীয় ভোটার দিবস। দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়।
র্যালীতে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ওয়াহিদ মোরাদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রতন মিয়া, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার সঞ্জয় কুমার, উপজেলা তথ্য সেবা আপা তানিয়া সুলতানা, সাংবাদিক এসএম রায়হান উদ্দীন, নির্বাচন অফিস সহকারি সৈয়দ আলীসহ বিভিন্ন শ্রেণী- পেশার মানুষ।

ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধাসহ চার ব্যক্তি প্রতারণার শিকার

ঝিনাইদহে মুক্তিযোদ্ধাসহ ৪ ব্যক্তি এক আদম ব্যবসায়ীর প্রতারণার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ভুক্তভোগী মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রবিউল আলমসহ প্রতারণার শিকার ওই ৪ জন ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সস্মেলনে এই অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগী ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দরিগোবিন্দপুর গ্রামের মৃত মুন্সি আফজাল হোসেনের ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল আলম। এ সময় আরো ৩ ভুক্তভোগী সদর উপজেলার মান্দারবাড়িয়া গ্রামের মৃত ওহাব জোয়ার্দ্দারের ছেলে শামীম জোয়ার্দ্দার, কালীগঞ্জ উপজেলার পারশ্রীরামপুর গ্রামের মৃত

ছনু মন্ডলের ছেলে আমজাদ হোসেন, একই উপজেলার একই গ্রামের মৃত মোশারফ হোসেন মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলামসহ তাদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করা হয়, মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য তারা ৪ জন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ভগবাননগর পূর্বপাড়া গ্রামের খায়বার আলী বাটুল ও তার পরিবারের সদস্যদের কাছে গত ০৯/০৪/২০১৫ তারিখে ১২ লাখ ২০ হাজার টাকা তুলে দেন। টাকা দেওয়ার পর থেকে বিদেশে না পাঠিয়ে বিভিন্ন তালবাহানা শুরু করে। এই অবস্থায় প্রতারক বাটুল ভুক্তভোগীদের নামে ১০/০১/২০১৬ তাং একটি ভুয়া ভিসা বাটুযলের পুত্র খায়রুলের মাধ্যমে তাদের হাতে পৌঁছিয়ে দেয়। এরপর তারা ঢাকা জনশক্তির অফিসে যোগাযোগ করলে ভিসাগেুাল জাল বলে প্রমাণিত হয়। এরপর তারা গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে টাকা চাইতে প্রতারক বাটুলের বাড়িতে গেলে খায়বার আলী বাটুলের সাথে তাদের তর্কবির্তকের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে পরিবারের সদস্যরা জোটবন্ধ হয়ে তাদের মারপিট করে। এ ঘটনায় আদম ব্যবসায়ী বাটুল তার স্ত্রী ও ভাইসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে তারা ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করে । এরপর থেকে প্রতারক বাটুল অগ্যাত স্থান থেকে মামলা তুলে নেয়ার জন্য তাদের প্রাণ নাশের হুমকি অব্যাহত রেখেছেন। ভুক্তভোগীরা আরো অভিযোগ করেন যে শুধু তাদের কাছ থেকে নয়, প্রতারক আদম ব্যবসায়ী বাটুল তাদেরসহ অন্তত ২০ জনের নিকট খেকে প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে আদম ব্যবসায়ী খায়বার আলী বাটুলের সাথে ০১৯১৩৭২৮৯৮০ নাম্বারে যোগাযোগ করলে টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে তিনি নিজেকে দেলোয়ার হোসেন রনি পরিচয় দেন এবং ময়মনসিংহের ভালুকায় আছি বলে ফোন কেটে দেন।

ঝিনাইদহে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার মধুপুর বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

ইনস্টিটিউট (বারটান)’র খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা শুরু হয়।
কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক প্রধান কৃষিবিদ ড. মো: নুর আলম সিদ্দিকী। এছাড়াও প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, বারটানের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সোনিয়া শারমিন, সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলামসহ অন্যান্যরা। ৩ দিনব্যাপী কর্মশালায় ২ ব্যাচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন কৃষি কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইমাম ও পুরোহিত স্বাস্থ্য কর্মীসহ ৬০ জন।

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগের আনন্দ র্যালী

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে ঝিনাইদহে আনন্দ র্যালী ও সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ।
জেলা ছাত্রলীগের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে সরকারি কেসি কলেজ চত্বর থেকে আনন্দ র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়ালসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
বক্তারা, বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করার পুরো অবদান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উল্লেখ করে তাঁর হাতকে শক্তিশালী করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে দৈনিক সময়ের আলোর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

ঝিনাইদহে দৈনিক সময়ের আলোর ২য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে শহরের পুরাতন ডিসিকোর্ট চত্বর ঘুরে পুনরায় প্রেস ক্লাবের সামনে এসে র্যালীটি শেষ হয়। র্যালী শেষে আলোচনা সভা ও কেক কেটে কর্মসূচি পালন করা হয়। ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজের অধ্যক্ষ ড. বি এম রেজাউল করিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিনুল ইসলাম টুকু, ঝিনাইদহ আব্দুল রউফ ডিগ্রি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক কে এম সালেহ, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডঃ সামলা ইয়াসমিন । স্বাগত বক্তব্য রাখেন দৈনিক সময়ের আলোর জেলা প্রতিনিধি কাজী আলী আহাম্মেদ লিকু। আরো উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক ও সুধিবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু। বক্তারা প্রত্রিকাটির সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করেন।

সুখের সংসার ফিরে পেল আছমিনা খাতুন

পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার। আছমিনা খাতুন (২৪), পিতা-মৃত আশরাফ আলী, সাং-ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গা এর সাথে শাহাবুল ইসলাম (৩০), পিতা- রফিকুল ইসলাম, সাং- ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গার ০৪ বছর আগে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক বিবাহ হয়।
গত ১ বছর থেকে বিভিন্ন সময়ে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনার নিকট

বিভিন্ন অজুহাতে টাকা দাবী করে আসছিল। আছমিনা সংসারের সুখের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন সময়ে তার পিতার বাড়ি হতে টাকা এনে তার স্বামীকে দেয়। এরপরও শাহাবুল আরো টাকার জন্য আছমিনা’কে চাপ প্রয়োগ করলে আছমিনা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনাকে শারীরিক ও মানষিক নির্যাতনসহ তালাকের ভয় দেখায়।
আছমিনা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় তার সমস্যার সমাধান না পেয়ে অবশেষে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত অভিযোগটি তার কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এ কর্মরত নারী এএসআই (নিরস্ত্র)/মিতা রানী বিশ্বাস’কে দিলে তিনি উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন। উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় শাহাবুল (৩০), এবং আছমিনা খাতুন(২৪) দম্পত্তি পুনরায় সংসার করতে সম্মত হয়। ফলে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের কল্যাণে আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার।

পুলিশ সদস্যরা মানুষের কল্যাণে সব সময় নিয়োজিত থাকবেন: কুষ্টিয়ার এসপি

কুষ্টিয়ায় নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) মো: খাইরুল আলম বলেছেন, পুলিশ হবে মানবিক। পুলিশ সদস্যরা মানুষের কল্যাণে সব সময় নিয়োজিত থাকবেন। সব সময় আমরা দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করে যাব। তাছাড়া কুষ্টিয়া থেকে মাদকদ্রব্য, অপকর্ম, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি দমনসহ সব ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি দমনে পুলিশ কাজ করবে।
গতকাল মঙ্গলবার (২রা মার্চ) দুপুরে কুষ্টিয়ার গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার খাইরুল আলম এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। কুষ্টিয়ার পুলিশ জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করবে সব সময়। সাধারণ মানুষ যাতে কোনো হয়রানির

শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশ সদস্যদের কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, পুলিশের ন্যায় সাংবাদিকদের ভূমিকাও অতুলনীয়। কারণ পুলিশ-সাংবাদিক একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এ সময় তিনি কুষ্টিয়ায় কর্মরত সব সাংবাদিকের সার্বিক সহায়তা কামনা করেন।
কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কুষ্টিয়া সদর সার্কেল) আতিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, কেপিসির সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লবসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী।

বঙ্গবন্ধুর নাম বিকৃতিকারী ইবি অধ্যাপক আলমগীর ট্রেজারার হতে মরিয়া

২০২০ সালের নভেম্বর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূইয়া অনুপ্রবেশকারী হিসেবে নানা তথ্য মিডিয়ায় প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজি হয়নি তিনি।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে তৎকালীন ছাত্রনেতা সাদ্দাম হোসেন হলের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আমানুর রহমান স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়নে আলমগীর হোসেন ছাত্রদল ক্যাডার ছিলেন মর্মে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রদান করলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়।

এক মাস পর অজানা কারনে প্রত্যয়নপত্রের কথা আমানুর রহমান অস্বীকার করলে সে সূত্র ধরে অধ্যাপক আলমগীর প্রতিবাদ লিপি পাঠান।

এরপর প্রকৃত ঘটনা উৎঘাটনের জন্য অনুসন্ধানে তাঁর সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে।

ছাত্রজীবনঃ আলমগীর হোসেন ভূইয়া ১৯৮৮-৮৯ সেশনে গাজীপুর ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়। সে সময় অর্থনীতি বিভাগে ২৮ জন ছাত্রের মধ্যে ২১ জন ছাত্রলীগে যোগ দেয় কিন্তু ভূইয়া কোনভাবেই রাজী হননি। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাকালীন ইবি শাখার সাধারণ সম্পাদক আফছার আলী বলেন, “ছাত্রলীগের নামটাও আলমগীর সহ্য করতে পারতো না। আমি নিজে তার রুমে চাঁদা তুলতে গিয়েছিলাম। আমাকে সরাসরী বলেছে তোমার “বঙ্গবল্টু”র নাম নিয়ে আর কখনো রুমে আসবা না বলে রুম থেকে বের করে দেন। সে মূলতঃ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেনের একান্ত বিশ্বস্ত সহচর ছিল।”

শিক্ষকতা জীবন: ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে অর্থনীতি বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন আলমগীর হোসেন ভূইয়া। যোগদানের বেশ পরে বাসদ সমর্থিত প্রভাবশালী শিক্ষক মুঈদ রহমান তাকে শাপলা ফোরামের ফরম পূরণ করালেও কখনই দলীয় কোন কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেননি।

এমনকি ১/১১ এ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জেলে থাকা অবস্থায় কোন দলীয় কর্মকান্ডে তাকে দেখা যায়নি। বরং অন্য সাধারণ শিক্ষকের মতো স্বাক্ষর করেই ক্ষান্ত।

২০১৩ সালে সাবেক প্রোভিসি অধ্যাপক কামাল উদ্দীন দূর্নীতির দায়ে অব্যহতি পেলে ক্যাম্পাসে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তখন অধ্যাপক কামাল উদ্দীন ও ভূঁইয়া উভয় গ্রুপের সাথে গোপন আঁতাতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়। পরবর্তী শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে ইবির ইতিহাসে ন্যাক্কার জনক ঘটনা ঘটে। কার্যকরী কমিটির ৬ জন সদস্যের প্রবল আপত্তির মুখেও ঐ দুজনেই সভাপতি-সেক্রেটারী পদে প্রার্থী হন। যেটি ক্যাম্পাসে তীরস্কার স্বরুপ কামাল উদ্দীন’স মডেল নামে ব্যাপক পরিচিত।

ছাত্র ইউনিয়ন থেকে আসা কামাল উদ্দীন ও বঙ্গবন্ধু বিদ্যেষী ভূঁইয়াকে বঙ্গবন্ধু প্রেমিরা যখন কোনভাবেই মানতে নারাজ, তখন তারা তৎকালীন ব্যাপক সমাদৃত ভিসি অধ্যাপক হারুন-উর-রশিদ আসকারী’র শরণাপন্ন হন। বৈঠকের পর বৈঠক করে ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারারের হস্তক্ষেপে তারা নির্বাচিত হন। পরবর্তী শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে কামাল উদ্দীন’স মডেল অনুসরণ করলে ঐ দুজনেই দ্বিমত পোষণ করেন এবং অভিযোগ রয়েছে অনুপ্রবেশকারী আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে জামাতপন্থী প্যানেলে ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রেমিদের পরাজিত করেন।

যা, মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়।

সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে যাচাই করে এই জঘন্য অপরাধী চক্রের মুখোশ উম্মোচন করা প্রয়োজন বলে একাধিক সিমিয়র শিক্ষক দাবী করেন।

ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদ: অধ্যাপক শাহজাহান আলীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের আহবায়ক কমিটি দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু পরিষদের যাত্রা শুরু হয় ২০০৫ সালে। পরর্বতীতে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দীন ও হারুন উর রশিদ আসকারী, অধ্যাপক আলাউদ্দীন ও মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী ও আইনুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী ও অধ্যাপক রুহুল কেএম সালেহ।

ধারাবাহিকভাবে নির্বাচিত সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু পরিষদ পরিচালিত হয়। হঠাৎ ২০১৬ সালের ৭ই এপ্রিল কেন্দ্র হতে ডাঃ এস এ মালেক স্বাক্ষরিত আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুরকে আহবায়ক করে কমিটি আত্মপ্রকাশ করলে ইবি বঙ্গবন্ধু অনির্বাচিত কমিটিকে মেনে না নিয়ে ১৬ ই এপ্রিল অধ্যাপক কাজী আখতার হোসেনের সভাপতিত্বে অধ্যাপক জাকারিয়া ও অধ্যাপক মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করেন। সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয় মীর মোর্শেদুর রহমান।

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর আবারো অনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি হিসেবে আইসিটি বিভাগের মাহবুবুর রহমান ও মাহবুবুল আরেফিনের কমিটি আত্মপ্রকাশ করলে পাল্টা শিক্ষক ইউনিট নির্বাচনের মাধ্যমে অধ্যাপক রুহুল কে এম সালেহ ও ড. আবু হেনা মোস্তফা জামালকে নির্বাচিত করেন।

প্রতিবেদকের হাতে সকল কমিটি, ভোটার তালিকা, চাঁদা গ্রহনের তালিকা ও সাধারণ সভায় উপস্থিতির স্বাক্ষর সংরক্ষিত আছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে অভিযুক্ত অধ্যাপক আলমগীর হোসেন ভূঁইয়ার নাম কেবলমাত্র ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরের তালিকা ছাড়া কোথাও পাওয়া যায়নি।

অনুসন্ধানে বেড়িয়ে এসেছে কেবলমাত্র ইবির ট্রেজারার পদের লোভে দীর্ঘ ২৪ বছর অপেক্ষা করে তিনি বঙ্গবন্ধু পরিষদে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু গুরু অধ্যাপক মুঈদ রহমান আজো যোগদান করেননি।

তৎকালীন প্রভাবশালী ছাত্রনেতা ও কর্মকর্তা ফেডারেশনের বর্তমান

মহাসচিব মীর মোর্শেদুর রহমান বলেন, “এখন সময় এসেছে কারা বঙ্গবন্ধু প্রেমি ও কারা সুবিধাভোগী অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করা। কেউ দেশরত্ন শেখ হাসিনার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না বলে আমি মনে করি। তাঁকে ছাত্রজীবন থেকে চিনি। জামাত বিএনপির দোসর ছাড়া কেউ বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যাঙ্গ করে ‘বঙ্গবল্টু’ বলতে পারে না?? ছাত্রলীগের নামও তিনি শুনতে পারতেন না।

অনেক সিনিয়র শিক্ষকের সাথে কথা বললে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ১/১১ আমরা চাঁদা তুলতে পাঠিয়েছিলাম সে ছাঁপ জানিয়ে দিয়েছে, আমি বঙ্গবন্ধু পরিষদ করিনা আবার চাঁদা কিসের? ইউনিয়ন সমর্থিত দুর্নীতির দায়ে পদচ্যুত সাবেক প্রোভিসি কামাল উদ্দীন, বাসদ সমর্থিত ও আওয়ামী সরকার বিদ্বেষী অধ্যাপক মুঈদ রহমান তাঁদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সুবিধা ভোগ করে এখন ট্রেজারার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তথ্য সংগ্রহ করে সরকারের কাছে প্রকৃত রহস্য জানাবেন বলে তাঁদের দাবি।

এই বিষয়ে প্রফেসর আলমগীর হোসেন ভুইয়া কে বক্তব্য নেওয়ার জন্য ফোন করা হলে তিনি বঙ্গবন্ধুকে কটুক্তি করার বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং তিনি বলেন, ছাত্রদলের কোন রাজনীতির সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা ছিল না সেই সাথে তথ্য সগ্রহকারীকে মামলার হুমকি প্রদান করেন।

সাত বছর বয়সী ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

পড়া না পারার অজুহাতে সাত বছর বয়সী এক শিশু ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাওলানা মোশারফ মল্লিক নামের এক মাদরাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর সোনাপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার (০১ মার্চ) দুপুরে কাঁচপুর সোনাপুর এলাকাস্থ ফয়েজীয়া কওমীয়া নুরানী হাফেজীয়া মাদরাসা ও এতিম খানা থেকে আভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত মাওলানা মোশারফ মল্লিক ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া থানার চেচরি গ্রামে মৃত কালু মল্লিকের ছেলে।

এর আগে রবিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) উক্ত মাদরাসায় নিজের কক্ষে মোশারফ মল্লিক ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় ওই ছাত্রীর মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় মামলা দায়েরের পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সোনারগাঁও থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. হাসিব হোসেন জানান, উপজেলার কাচঁপুর সোনাপুর এলাকায় কুদ্দুস মিয়ার তৃতীয় তলা ভাড়া নিয়ে মাওলানা মোশারফ মল্লিক ও তার স্ত্রী ফয়েজীয়া কওমীয়া নুরানী হাফেজীয়া মাদরাসা ও এতিমখানা গড়ে তোলেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষকের স্ত্রী বাইরে গেলে মেয়ে শিক্ষার্থীদের পড়া না পারার অজুহাতে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে যৌন হয়রানি করতেন।

তিনি আরো বলেন, মঙ্গলবার দুপুরে তার স্ত্রী জরুরি প্রয়োজনে বাইরে গেলে ভূক্তভোগী শিক্ষার্থীকে পড়া না পারার অজুহাতে তার কক্ষে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালান। পরবর্তীতে ওই শিক্ষার্থী বাড়ি গিয়ে বিষয়টি তার পরিবারকে জানালে মাদরাসায় গিয়ে স্থানীয়দের কাছে বিচার দাবি করেন তারা। পরবর্তীতে বিষয়টির মীমাংসা না করায় ওই শিক্ষার্থীর মা রবিবার দুপুরে বাদী হয়ে মাওলানা মোশারফ মল্লিককে আসামি করে মামলা করেন।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদরাসা শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে নারায়ণগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে।

চলতি মাসে কালবৈশাখী ঝড়

চলতি মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও বজ্র-শিলাবৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখী ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সোমবার (১ মার্চ) আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানিয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সোমবার ঢাকায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৩৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যশোরে ৩৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে বাদলগাছীতে ১৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তবে সিলেটে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মার্চ মাসের দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারা দেশে স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে এক থেকে দুই দিন বজ্র ও শিলাবৃষ্টিসহ মাঝারি/তীব্র কালবৈশাখী ঝড় এবং দেশের অন্যত্র দুই থেকে তিন দিন বজ্র ও শিলাবৃষ্টিসহ হালকা/মাঝারি ধরনের কালবৈশাখী ঝড় হতে পারে।